বাঙালির সিনেমা, বাঙালি অভিনেতা: কিছু কথা

অমিতাভ ঘোষ
অধ্যাপক
আশুতোষ কলেজ

উপক্রমণিকা :

সিনেমা মানুষের জীবনে বিনোদনের উৎস। শুধু তাই নয়। চিন্তাশীল মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশের এক মস্ত বড়ো এবং খুব শক্তিশালী অঙ্গন। সময় ও সমাজ জীবন কে প্রভাবিত করার অনন্ত ক্ষমতা এই মাধ্যমের রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশের মতোই ভারত বর্ষের ফিল্ম ইতিহাস ১০০ বছর পেরিয়েছে। নানান তকমা নিয়ে। আর্ট। কমার্শিয়াল। সিরিয়াস। তথ্য চিত্র। ফিল্ম থেকে ডিজিটাল মাধ্যম। প্রযুক্তি নির্ভর এক বিশাল কর্মকাণ্ড। অবশ্যই তাতে কলাকুশলীদের অভিনয় এক বিরাট জায়গা অধিকার করে আছে। ফিল্মে যাঁরা অভিনয় করেন। গল্প এগিয়ে নিয়ে যাবার রাশ তাদের হাতে। সিনেমা একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও সময়ের দলিল। সঠিক চিত্রনাট্য কে অনুসরণ করে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক কে বসিয়ে রাখে। তার মননের উপর সর্বাঙ্গিন অধিকার স্থাপন করে। কিন্তু অংকের নিয়ম , যান্ত্রিক কাঠামো , দৃশ্যের জ্যামিতিক বিন্যাস বা ক্যামেরা নামক বস্তুটির মনোগ্রাহী প্রয়োগ একটি কালজয়ী সিনেমা তৈরী করে না। অভিনেতা তাঁর পরিচালকের নির্দেশনায় তাতে প্রাণ দান করতে পারেন।
বাংলা সিনেমা ভারত বর্ষের আঞ্চলিক ভাষা ভিত্তিক হলেও স্বনামধন্য গল্পকার , নির্দেশক , পরিচালকদের মেধা ও পারদর্শিতায় বিশ্বের দরবারে এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র অধিকার করে রয়েছে। যদিও এই প্রবন্ধে বাংলা সিনেমায় অভিনেতা দের বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। তাঁদের ফিল্ম অভিনয় , তৈয়ারি , দক্ষতা সব নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে।

গোড়ার কথা

সিনেমা তৈরির গোড়ার দিকে শব্দ ছিলোনা। নির্বাক চলচিত্র ফিল্ম স্পীডের আদিযুগে ফ্রেম থেকে ফ্রেমে চলন , তাতে দৃশ্যের সঠিক বিন্যাস , সব ই ছিল খুব সীমিত গন্ডির। যান্ত্রিক ও প্রযুক্তির খামতি মেটাতে ছোট ছোট গল্প , ভক্তিমূলক , পৌরাণিক কাহিনী , বা সামাজিক চিত্রকল্প দর্শকদের মনোরঞ্জন করতো। অভিনেতার অভিনয় অভিব্যাক্তি সূক্ষতার বিচারে পেছিয়ে যেত গল্পের বিনোদন আবেদনে। পরে শব্দ এলে উচ্চকিত বাজনা বা সংগীত জুড়ে সংলাপের থিয়েটার সুলভ উচ্চারণে এবং সর্বোপরি আউটডোর শুটিং এর বাস্তবতা না থাকায় সেসব সিনেমা যতই আবেদন রাখুক না কেন শিল্পমানের দিক দিয়ে ছিল অনেক পিছিয়ে। সাহিত্যিকদের অনেকেই সিনেমা পরিচালনায় নেমে পড়তেন। সিনেমা পরিচিত ছিল বই হিসাবে। বাংলা সিনেমার আদি যুগে সিনেমার ফরম্যাট কি রকম ছিল ? রোদের আলো কে বাউন্স করিয়ে বা প্রতিফলিত করে

ক্যামেরার শট নেয়া হতো।
নির্দিষ্ট জায়গার দাঁড়িয়ে অভিনেতা অভিনয় করছেন। অনেক সময় ক্যামেরা তাকে এমন অ্যাঙ্গেল এ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাকে ভালো লাগছে কিন্তু সিচুয়েশন অনুসারে সেটা স্বাভাবিক হচ্ছেনা। ডায়ালগ থ্রোইং এর ক্ষেত্রে একটানা মুখস্ত বলার মতো বলছেন। ন্যাচারাল এক্টিং হচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রমথেশ বরুয়া সাহেবের নাম করা যেতে পারে। বিলেত থেকে সিনেমাটোগ্রাফি ও নানা কারিগরি কুশলতা শিখে এসে প্রথম কৃত্রিম আলোয় শুটিং , ফেড ইন , ফেড আউট , ক্লোজ আপ , ফ্ল্যাশ ব্যাক , ডিসল্ভ , টেলিপ্যাথি শট , আউটডোর শুটিং , সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীত এর ব্যবহার অনেক কিছুর জন্য প্রমথেশ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে অভিনয় কে বাস্তবজনিত করে তোলা বা সেই ভাবে চিত্রনাট্যের প্রয়োগ সেভাবে দেখা যায়নি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। সিনেমা তৈরী তে সলিড চিত্রনাট্য , পরিচ্ছন্ন ভাবে সব টেকনিকাল দিক মেনে দৃশ্য গ্রহণ , নির্মম এডিটিং , শব্দ সংযোজন , সমগ্র ফিল্ম টি কে এক কন্টিন্যুইটি র মধ্যে রেখে ওয়াশ করে মূল প্রিন্ট তৈরী করা এসব তো আছেই। সাধারণ কাজ। কিন্তু অভিনয়ের জন্য অভিনেতা কে তৈরী করতে জোরালো চিত্র নাট্য চাই। অভিনেতা কে চরিত্রের মধ্যে ঢুকতে গেলে চিত্রনাট্য তাকে সাহায্য করবে। একজন ভালো অভিনেতার সংলাপ বলা ও সহ অভিনেতার সঙ্গে বোঝা পড়া করতে চাই তুখোড় টাইমিং সেন্স আর চাই ক্যামেরা ফরমেট এ নিজের অবস্থান নির্ণয় করে স্ক্রিন প্রেসেন্স ও ডায়ালগ বলার মুন্সিয়ানা , গলার আওয়াজ , চোখ সহ সমস্ত দেহ দিয়ে অভিনয় করা এবং সর্বোপরি অফ ডায়ালগ অবস্থাতেও নিজেকে ক্যামেরা র সামনে প্রাসঙ্গিক রাখা। বাংলা সিনেমার আলোচনা হচ্ছে। তাই ভাষা ও পরিস্কার জানা দরকার। উচ্চারণ , গলার মডুলেশন সবেতেই তুখোড় হওয়া দরকার। পড়াশোনা ও চাই। সাহিত্য , শিল্প কলা , সব কিছুই আয়ত্তে আন্তে হবে। শুধু রূপ দিয়ে আর চেহারা দিয়ে অভিনয় হয় না। উত্তম কুমার সপ্তপদী ছবিতে শুধু লিপ দিচ্ছেন , উৎপল দত্তের শেক্সপীয়ার সাহেবের ওথেলো র ডায়ালগ নেপথ্যে চলছে। সেই অসামান্য অভিনয় কি ভোলা যাবে ?

প্রমথেশ বড়ুয়া দেব দাস , অপরাধী , মুক্তি প্রভৃতি ছবিতে , এবং সম সাময়িক প্রেমাঙ্কুর অথর্থী , দুর্গাদাস ব্যানার্জি , ধীরাজ ভট্টাচার্য , অভি ভট্টাচার্য , শিশির ভাদুড়ী , রবিন ব্যানার্জি , পাহাড়ি সান্যাল , ছবি বিশ্বাস , অহীন্দ্র চৌধুরী সেই সময়ের অসংখ্য

ছবিতে অভিনয় করলেও ফিল্ম এক্টিং কি রকম হওয়া উচিত তার থেকে অনেক দূরে ছিলেন কারণ পরিচালকের যে এক্সপোজার থাকলে সিনেমার ভাষা তৈরী করা যায় বাংলা সিনেমা তে তার প্রয়োগ ছিলোনা।

<u>পথের পাচাঁলী ও পরবর্তী</u> :

এরপর এলো পথের পাঁচালি। ফিল্ম , ফিল্ম এক্টিং ,সিনেমার অনেক কিছুকেই নতুন ভাবে গড়ে দিলো এই মুভি। ভালো সিনেমার জন্য যে দর্শক কে ও শিক্ষিত হতে হয় সেটাও জানা গেলো। এর ফলে যে পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো হলো সেটা ভালো মেধাবী অভিনেতার। গড় গড় করে সংলাপ বলার পরিবর্তে কাহিনী ভিত্তিক বাংলা ছবিতে জমাট চিত্রনাট্য কে ফলো করে সর্বাঙ্গীন ন্যাচারাল অভিনয়। বাচিক , দৃশ্যের মধ্যে হাঁটা চলা , একক স্ক্রিন প্রেসেন্স , গান প্রভৃতি তে অনুশীলনের মাধ্যমে লিপ দেয়া সর্বোপরি কলা কুশলী দের সিরিয়াস এপ্রোচ। প্রফেশনালিজম। যে টাকা ফিল্ম তৈরী তে খরচ হচ্ছে সে টাকা প্রযোজকের ঘরে ফিরিয়ে দেয়া। এই সময়ের আর্টিস্ট দের মধ্যে স্মরণীয় সব নাম। বসন্ত চৌধুরী , অসিতবরণ , ছবি বিশ্বাস , পাহাড়ি সান্যাল , বিকাশ রায় , তুলসী চক্রবর্তী , উত্তম কুমার , সৌমিত্র চ্যাটার্জী , অনিল চ্যাটার্জী , শুভেন্দু চ্যাটার্জি , সমিত ভঞ্জ , অনুপ কুমার , তরুণ কুমার , বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি , যাঁরা বিভিন্ন ছবি তে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রতিভার দিক দিযে এঁদের কেউ কারো চেয়ে কম যান নি। কিন্তু উত্তম কুমার এঁদের সবার চেয়ে নায়ক হিসাবে ছিলেন তুমুল জনপ্রিয় এবং মহানায়ক। পার্শ্বচরিত্রে কি সব দিকপাল অভিনেতা। রবি ঘোষ , জহর রায় , ভানু ব্যানার্জি , জহর গাঙ্গুলী , হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় , হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় , কালী ব্যানার্জি , কানু ব্যানার্জি , সন্তোষ দত্ত , উৎপল দত্ত , শম্ভু মিত্র , কমল মিত্র , সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য , সত্য বান্ধোপাধ্যায , শৈলেন মুখার্জি প্রমুখ। এঁদের উপস্থিতি পরিচালকদের ও সিরিয়াস ফিল্ম তৈরিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।সিনেমা তৈরী করা একটা রিসার্চ প্রজেক্টের মতো। একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট ফলো করে সাজানো। কি কাজ হবে , কত সময়ের মধ্যে শুটিং হবে, একদিনে কোন কোন দৃশ্যের শুটিং হবে সেটা উপযুক্ত চিত্রনাট্য অনুযায়ী সাজানো। বাজেট করা। প্রোডাকশন এর কাজ। সেট , আউটডোর , ক্যামেরা , আলো , ষ্টুডিও , টেকনিকাল কলাকুশলী , মিউজিক , পোশাক , মেকআপ , লোকেশন , কন্টিন্যুইটি , স্টাফ পেমেন্ট , ডাবিং , সর্বোপরি ২

থেকে ৩ ঘন্টার মালমশলায় পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম বা সিনেমাটি তৈরী করা | এরপর এডভার্টাইসমেন্ট , পরিবেশনা এবং সিনেমা হল বা প্রেক্ষাগৃহে রিলিজ |

অভিনেতা ও সিনেমা:

এতো কিছু সত্ত্বেও অভিনেতাদের অভিনয় ভালো না হলে ফিল্ম চলবেনা | বাংলা সিনেমা পুরুষ অভিনেতাদের অভিনয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পরিসর পাওয়া যাবেনা | উত্তম কুমার , সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় , শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় , বসন্ত চৌধুরী , অনিল চট্টোপাধ্যায় , বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এঁদের অভিনয় ক্ষমতার বিশ্লেষণ করতে হলে সমালোচক একটি বিষয়ে একমত | চরিত্র বুঝে অভিনয় এবং অভিনয়ে লীন হয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের প্রফেশনালিজম এর দৌবারিক এনারা প্রত্যেকেই | দৃশ্যের বার বার অনুশীলন , গলার ব্যবহার , টাইমিং সেন্স , চোখের ব্যবহার , হাঁটা , ক্যামেরা ব্যবহার , আলোকে অনুশীলন , বাংলা ভাষার উচ্চারণ , ফ্রেম দখল প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় সিনেমার উপযুক্ত গুণাবলী এঁদের আয়ত্তে ছিল | সেই সঙ্গে এঁরা পেয়েছিলেন গুণী পরিচালকদের | যাঁরা অভিনেতাদের গড়ে নিতেন | সত্যজিৎ রায় একবার সৌমিত্র কে কোনো এক সাধারণ চলচ্চিত্রকারের সিনেমায় অমনোযোগী এক্টিং এর জন্য ধমকে ছিলেন | উত্তম কুমার এই সব বিষয়ে ছিলেন কিংবদন্তি | নায়িকার সঙ্গে তাঁর রোমান্স এবং এক্টিং ছিল স্বাভাবিক | গানের লিপিং ছিল অসাধারণ | মুম্বাইতে নিজের কাজে গিয়েও এন্টোনি ফিরিঙ্গির গানের লিপিং এর জন্য নিজস্ব টেপ রেকর্ডার এ প্র্যাক্টিসের গল্প সবাই শুনেছেন | কমিক টাইমিং কি হতে পারে তার উদাহরণ হয়ে রয়েছে , ভ্রান্তিবিলাস , চিরকুমার সভা , দেয়া নেয়া , ছদ্মবেশী , রাজা সাজা , ধন্যি মেয়ে প্রভৃতি সিনেমা | অথচ নায়কোচিত চেহারা মানে লম্বা , ভারী গলা , মুখের শার্পনেস এসবের অভাব তিনি অভিনয়ের একান্ত প্রাবল্য দিয়ে জয় করেছিলেন | চোখের ব্যবহার , মুভমেন্ট , পরিস্কার বাংলা উচ্চারণ , এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল অভিনয় করতেন সৌমিত্র | চরিত্র বাঙময় হয়ে উঠতো এঁদের পর্দায় প্রক্ষেপনে | আমরা দেখেছি উত্তম কুমার , সৌমিত্র যতক্ষন পর্দায় না আসছেন হলে লোক নেই | সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে | সামান্য গল্পের অসামান্য পরিবেশনা বহু ক্ষেত্রে এইসব অভিনেতাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে | সবাক ফিল্ম তৈরির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় লিখছেন শব্দ উচ্চারণের পারদর্শিতা বা সংলাপ সঠিক ভাবে বলা খুবই দরকারি কারণ ফিল্ম বা ছবি টি বুঝতে তার গুরুত্ব অপরিসীম | একজন দুর্বল অভিনেতা যিনি এই ব্যাপার টা পারবেন না | ছবি টি সেই

অর্থে নষ্ট করে ফেলতে পারেন। কুরোসাওয়া যেমন বলেছেন ; Movies must move , or else the audience will grow restive and leave in the middle & quit; সেটা সর্বৈব সত্য। একজন অভিনেতা তার অভিনয়ের ব্যাপ্তি দিয়ে ছবিটির মান শতগুনে বাড়িয়ে দিতে পারেন আর এখানেই বাংলা সিনেমার স্বর্ণ যুগের ছবি এবং অভিনেতাদের সঙ্গে বর্তমান কালের অভিনেতা নায়ক দের তফাৎ। কি রকম সিনেমা হচ্ছে ? আর যারা কমার্শিয়াল সিনেমার নায়ক তারা কতটা বাঙালি ? বাঙালির আটপৌরে সামাজিক সংস্কৃতি এই নায়ক রা কতটা জানেন ? সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ার বিষয়। এঁদের নিজস্ব ম্যানারিজম। এবং সেটা এতই স্বাভাবিক যে যে কোনো চরিত্রেই তাঁরা দেব , জিৎ , যীশু , আবির , অনির্বান। পরমব্রত , শাশ্বত ; এদের অভিনয়ে চরিত্র ছাপ ফেলে। তখন এদের ব্যক্তি সত্তা আলাদা করা যায়না । এখানে একটি কথা সোজা ভাবে বলা উচিত। দেব , জিৎ এতদিন বাংলা সিনেমা করেও বাংলা ভালো বলতে পারেন না। গলার আওয়াজও ভালো নয়। চলা ফেরা , স্ক্রিন প্রেসেন্স সব কিছুতেই মনে হয় করিয়ে দেয়া। তবে সম্প্রতি আবিরের অভিনয়ে চোখের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলো। জিতু কামাল অপরাজিত ছবিতেও বহু পরিশ্রমে নিজের পরিচয় মুছে ফেলতে পেরেছেন। পড়াশুনা না থাকলে ভালো অভিনয় করা সম্ভব নয়। সৌমিত্র তো বটেই , সীমাবদ্ধ ছবিতে বরুন চন্দ বা অধুনা কৌশিক গাঙ্গুলির অভিনয় দেখলে জিনিস টা realize করা সম্ভব। রবি ঘোষ , অনুপ কুমার ,কালী বন্দোপাধ্যায় , কানু বন্দোপাধ্যায় এঁদের অভিনীত সিনেমা গুলি দেখলে চরিত্র সংঘটন এবং গল্পের উত্তরণ ভালো বোঝা যাবে। পলাতক সিনেমা এবং অনুপ কুমার। কালী ব্যানার্জি এবং অযান্ত্রিক। অতিথি ও পার্থ মুখার্জি। গুরুদাস এবং শ্রী রামকৃষ্ণ। আলাদা করতে পারবেন না। যেমন তৈরির প্রায় ৪০ বছর পরেও সোনার কেল্লা আর ফেলুদা সৌমিত্র , লালমোহন সন্তোষ দত্ত বা সমাপ্তির সন্তোষ দত্ত এবং সেই বাঙালির উত্তম কুমার বা তাঁর ভাই তরুণ কুমার বা পরশ পাথরের তুলসী চক্রবর্তী বা গুপী র ভূমিকায় তপেন চ্যাটার্জি বা গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে কারাগারের প্রহরী নৃপতি চ্যাটার্জি বা লুকোচুরিতে চিত্র পরিচালক নৃপতি চ্যাটার্জি। ফিল্ম অভিনয় কাকে বলে তার সংজ্ঞা এঁরাই তৈরী করতে পারেন।বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতির জন্য পুরোনো ৩৫ মিমি ফিল্ম ফরম্যাট , ফিল্ম নেগেটিভ , ফিল্ম রোল এসবের অবলুপ্তি ঘটেছে। ক্যামেরা ডিজিটাল মাধ্যমে ফিল্ম বা সিনেমা তৈরী করছে। পুরোনো ট্রলি বা রেল শট গুলো পরিবর্তিত। শুটিং এর পরেই বা সঙ্গে সঙ্গেই মনিটরে বসে দৃশ্য গুলো দেখা বা বিচার করা যাচ্ছে। মুভিওয়ালা আর দরকার

নেই। এডিট করতে পরিচালকের হাতে আছে নানান সফটওয়্যার। মিউজিক বা শব্দ সংযোজন বা গায়কের গান ১০০ শতাংশ নিখুঁত করে দিতে সফটওয়্যার আছে। কিন্তু এতসব প্রাযুক্তিক উন্নতি সত্ত্বেও ভালো অভিনয় করে দর্শকদের নজর কাড়তে সাহায্য করতে পারে এমন সফটওয়্যার বেরিয়েছে কি? সমস্যা হলো বাংলা সিনেমার হাতে গল্প কম নেই। দিকপাল সাহিত্যিক ও গল্পকারদের কালজয়ী সৃষ্টি রয়েছে। রয়েছেন শিক্ষিত পরিচালকরা। কলাকুশলী , প্রযোজক সবাই আছেন। নেই শুধু কি করবো তার লক্ষ্য। বাঙালি তার সমাজ কে ভেঙে ফেলেছে। বাংলা ভাষার চর্চা নেই। সংস্কৃতি শুধু রবীন্দ্রজয়ন্তী , বিভিন্ন পুজো নিয়ে , তার থিম নিয়ে মাতামাতি। মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্ব আবেদনের , নিজস্ব মতামতের প্রচারের যুগে পড়াশুনা করে নিজের সুস্থ্ রুচি ও জ্ঞান গড়ে তোলার আগ্রহ কজনের আছে ? ভালো বই পড়া , ভালো রুচির সমাজ গড়ে তোলার আগ্রহ কোথায় ? রাজনীতির চাপে সব কিছুই নিম্নগামী। সেক্ষেত্রে ভালো সিনেমা , বাংলা সিনেমা , বাংলা সংস্কৃতি ভিত্তিক সিনেমা , সুন্দর গল্প ভিত্তিক সিনেমা তৈরী করবেন কারা ? এছাড়া এটাও ভেবে রাখা দরকার সমাজের বা রাজনৈতিক অন্যায় গুলোর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সিনেমা ও কি তৈরী হচ্ছে ? সেটা এই বর্তমান সময়ে যথেষ্ট অমিল। নিজেরা গল্প লিখে নানা সামাজিক ব্যাভিচার নগ্ন ভাবে তুলে ধরা , অন্য প্রদেশের ফিল্ম কপি করা , এবং এক শ্রেণীর দর্শকদের বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর অবাস্তব সিনেমা গুলির আরাধনা , বাংলা সিনেমার বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভালো বাঙালি , শিক্ষিত বাঙালি , বাংলা সংস্কৃতি ভালোবাসার বাঙালি নায়ক অভিনেতা নিজে থেকে সিনেমা তে নিজের মুন্সিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে চাইবেন ? সেই কারণেই ভালো অভিনেতার সংজ্ঞা বহন কারী গুণাবলী দর্শক ধন্য অভিনেতাদের মধ্যে দেখা যায়না। বাঙালি , অসামান্য বিশ্ববন্দিত পরিচালকেরা নিজেদের শিক্ষিত করেছেন সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিনেমা দেখে। কিন্ত্ তৈরী করেছেন , অযান্ত্রিক , মেঘে ঢাকা তারা , পলাতক , চারুলতা , অশনিসংকেত , কাঞ্চনজঙ্ঘা , ফুলেশ্বরী , হারমোনিয়াম , প্রভৃতি ছবি। সত্যজিৎ তাঁর Our Films their films প্রবন্ধে বলেছেন , "… ***working in Bengal , we are obliged morally and artistically to make films that have their roots in the soil of our province … art wedded to truth must in the end have its reward "*** । শেষ পর্য্যন্ত দর্শক ই ভরসা তাই তাঁদের তৈরী করতে খাঁটি বাংলা সিনেমা চাই।

তথ্যসূত্র :

1. আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস : সত্যজিৎ রায়

2. চলচিত্র: ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। মৃনাল সেন

3. Closely Watched Films: An introduction to the art of narrative film technique, Marilyn Fabe 2004